'দূর গগন কী ছাঁও মে'-র শুটিং চলছিল তখন। ছবির প্রযোজক-পরিচালক-নায়ক ছিলেন কিশোরকুমার। সকালে স্টুডিওতে এলেন তিনি। এসে দেখলেন ছবির শুটিং-এর জন্য সেট তৈরি। কলাকুশলীরা সকলে ফ্লোরে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ছবির অন্যান্য শিল্পীরা মেক-আপ নিয়ে বসে আছেন। সব দেখেশুনে কিশোর বললেন, 'রেডি, এভরিথিং রেডি। কিন্তু আজ কোনও শুটিং হচ্ছে না—প্যাক-আপ।' ইউনিটের সকলের চক্ষুস্থির। অবাক কাণ্ড। সব কিছু ঠিক ঠাক রয়েছে শুটিং হবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে দেবেন, কিশোরকুমারকে জিজ্ঞেস করেন, কার এত সাহস। শেষে সাহস-টাহস সঞ্চয় করে ছবির ক্যামেরাম্যান গেলেন জানতে। কিশোরকুমার তখন খুব হাসলেন। হাসতে হাসতেই জানালেন, 'আমি বহু প্রযোজক-পরিচালককে জ্বালিয়েছি। ডেট দিয়ে শুটিং করতে যাইনি। তাঁরা এভাবে অনেকবার আমার জন্য শুটিং শুরু না করেই দিনের শুটিং প্যাক-আপ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এই ছবির প্রযোজক-পরিচালক তো আমি নিজেই। তাই আজ প্যাক-আপ করে দেখছি কেমন লাগে। টক, ঝাল না মিষ্টি!'

কিছুদিন আগে একজন সাংবাদিক কিশোরকুমারকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি শুধু বড় গায়ক নন, প্রতিভাধর অভিনেতাও। দেশের বিখ্যাত চিত্রপরিচালক, যাঁরা অন্য ধরনের ছবি তৈরি করেন, তাঁদের কারুর ছবিতে আজ পর্যন্ত আপনাকে দেখা গেল না কেন?' উত্তরে কিশোর বললেন, 'ভয়ে। বাবা রে বাবা। অমন সব বড় বড় পরিচালকদের ছবিতে কাজ করতে ভয় করে না বুঝি। সুযোগ পাইনি তা বল্লে তো চলবে না। স্বয়ং সত্যজিৎ রে আমাকে অফার করেছিলেন, 'পরশ পাথর'-এর রোল। যে রোলটায় শেষে অভিনয় করেন তুলসী চক্রবর্তী। মামা (সত্যজিৎ রায়কে তিনি 'মামা' বলেই ডাকতেন) আমাকে কথাটা বলতে আমি তৎক্ষণাৎ ভোঁ ভাঁ। আর থাকি তাঁর সামনে। বিশ্বাস করুন, বড্ড ভয় পেয়েছিলাম আমি।'

কিশোর কুমারের অবসর কীভাবে কাটত? এই কৌতূহল অনেকের। মদ্যপান করতেন না, তাস-পাসা খেলতেন না, পান চিবুতেন না, ধূমপানও করতেন না। তাহলে কীকরতেন? বাড়িতে বসে বসে ভিডিও ক্যাসেট দেখতেন। ভয়ের ছবিই পছন্দ করতেন বেশি। যাকে বলে হরর ফিল্ম। যে কারণে হলিউডের অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর সবচাইতে প্রিয় ছিলেন বহু নামী হরর-ফিল্মের নায়ক বরিস কার্লফ। সামাজিক ছবি কমই দেখতেন। কিংবা হলিউডের ভাল ভাল ছবি। তবু মার্লন ব্র্যান্ডোকে তিনি পছন্দ করতেন। আর পরিচালকদের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিলেন আলফ্রেড হিচকক। হিচককের কোনও ছবি কিশোরকুমার মাত্র একবার দেখেই ক্ষান্ত হননি। বার বার দেখেছেন। তিনি বলেওছিলেন এক সাক্ষাতকারে, 'হিচকক-পাগল আমি। হিচককের ছবি হাতের কাছে পেলে আর কিছু চাই না আমার।'

বিয়ের পর যোগিতা বালি একদিন বায়না ধরলেন, 'আজ আমি অনেকগুলো শাড়ি কিনব, সব দামি দামি শাড়ি—টাকা দাও।' কিশোরকুমার হাসলেন, হেসে বললেন 'কিশোরকুমারের স্ত্রী শাড়ি কিনবে বোম্বাই শহরের কোনও দোকানে গিয়ে। দোকানই তো ধন্য হয়ে যাবে। টাকা লাগবে কেন?' সঙ্গে সঙ্গে যোগিতা বুঝলেন, এসব বলে কিশোরকুমার টাকার প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ক্যাশ টাকা পাওয়া যাবে না। অতএব অন্য ফন্দি আঁটলেন যোগিতা, বললেন, 'তুমি যে কোনও দোকানে ফোন করে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।' কিশোরকুমার যোগিতার নাছোরবান্দা অ্যাটিচুড দেখে একটা দোকানে ফোন করে বলে দিলেন। যোগিতা ছুটলেন শাড়ি কিনতে। শাড়ি-টারি সব পছন্দ হয়ে গেল। প্যাকিং হবে, এমন সময় দোকানের মালিক সবিনয়ে যোগিতাকে জানালেন, 'কিছু মনে করবেন না, কিশোরসাব ফোন করে বলে দিয়েছেন শাড়িগুলো যেন মাত্র দু'শ টাকার মধ্যে হয় এবং আপনি যেন মাত্র পাঁচটা শাড়ি কেনেন। সুতরাং একসেসটা কি আপনি পে করবেন, ক্যাশ টাকায়?' যোগিতা বিস্মিত। 'আমার সামনেই তো আপনাদের ফোন করে জানাল ও। এত কথা কখন বলল?' যোগিতা রাগে গজ গজ করতে করতে দোকানের মালিককে প্রশ্ন করলেন। দোকানদার তখন বলেন, 'দ্বিতীয়বার উনি যে আমাকে ফোন করেছিলেন তখন বোধহয় আপনি ওঁর সামনে ছিলেন না।'

কিশোরকুমারের বসবার ঘরে অনেকেই হয়ত দেখেছেন দেওয়ালে শোভা পাচ্ছে অ্যাডলফ হিটলারের একটি ছবি। চার্লি চ্যাপলিন এবং স্বামী বিবেকানন্দের ছবির মাঝখানে। চার্লির ছবি আছে তার একটা মানে বুঝি। বিবেকানন্দের ছবি থাকতেই পারে কারণ তিনি ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু হিটলারের ছবি কেন? কোনও সাংবাদিক তাঁকে এই প্রশ্ন করলে তিনিই উল্টো বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার। আমাকে দেখে, চারদিকে আমার কথা শুনে এই সহজ প্রশ্নের উত্তরটা পাচ্ছেন না। আমাকে বলতে হবে কেন? বুঝে নিন।'

তখন কলকাতায় বিধানসভার নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। কাগজে খবর বেরিয়েছে রাজেশ খান্না কংগ্রেস (ই)-তে যোগ দিয়েছেন। এক সাংবাদিক রাজেশের সামনেই কিশোরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুযোগ এলে আপনি ইলেকশনে দাঁড়াবেন?' হাতজোড় করে কিশোর চটপট উত্তর নিলেন, 'না বাবা, আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। এবার শুতে চাই?' সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে কী করতেন?' কিশোর উত্তর দিলেন, 'শিল্পীদের ওপর থেকে ইনকামট্যাক্স তুলে দিতাম।'

কিশোরকুমার নিজের ছবি 'মমতা কী ছাও মে' ছবির শুটিং করছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সময় মতো শুটিং শুরু করতে পারলেন না। যখন শুরু হতে যাচ্ছে তখন ইউনিটের কেউ একজন বললেন, 'সূর্য চলে গেছে। কেমন করে শুটিং হবে? ছবিতে মনে হবে বিকেল বা সন্ধ্যে। কিশোরকুমার বললেন, আমিই লিখেছি দুপুর, স্ক্রিপ্টে আমি কেটে লিখে দেব বিকেল। ব্যস্ শুরু কর।

তখন গ্রীষ্মকাল। গরমে গা চিড়বিড় করছে। সেই সময় কিশোরকুমারকে দেখা গেল প্যান্ট, কোট, মাফলার টুপি, ইত্যাদি জড়িয়ে স্টুডিওতে ঢুকলেন। সকলেই অবাক। একজন সাহস করে এসে জিজ্ঞেস করল, 'একি! গরমের মধ্যে এসব কেন?' কিশোরকুমার জবাব দিলেন, 'গরমের পোশাক গরমকালে পরে দেখছি কেমন লাগে।' প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে?' কিশোর বললেন, 'অভিজ্ঞতা ধার দেওয়া যায় না। নিজে পরে দেখ এবং জানাও তোমার কেমন লাগল।'

অশোককুমারের জন্মদিন কিশোরকুমারের মৃত্যুদিন হয়ে রইল। সেদিন সকালেই দাদামণিকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানিয়ে কিশোর বলেছিলেন, 'সন্ধ্যেবেলা আজ আমার বাড়িতেই তোমার ছিয়াত্তরতম জন্মদিনের অনুষ্ঠান হবে।' সকাল বেলাতেই গৃহকর্তার নির্দেশে ঘর সাজানো হয়েছিল।

রান্নার মেনু করা হয়েছিল। তখন কে জানতো, ওই সাজানো ঘরে ফুলগুলি লাগবে অন্য কাজে। আনন্দ নয়, বেদনায় ভরে উঠবে ঘরটা, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে!

পরিচালক কালিদাসের 'হাফ টিকিট' ছবিতে কাজ করেছিলেন কিশোরকুমার। ছবির অর্ধেক অংশের শুটিং হয়ে যাবার পর আর ডেট দিচ্ছিলেন না কিশোর। বাধ্য হয়ে তখন কালিদাস আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালতের হুকুম অনুযায়ী কিশোরকুমারকে সেটে আসতেই হয়। কালিদাস তাঁকে দেখামাত্র অবাক। 'এ কি করেছেন, মাথা কামিয়ে ফেলেছেন কেন?' উত্তরে কিশোর বলেছিলেন, 'কখনও মাথা কামাবো না এমন চুক্তি তো করিনি আপনার সঙ্গে।' আবার আদালতে যেতে হয় কালিদাসকে। কিশোরকুমারের মাথায় চুল ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাঁকে। ততদিনে দেখা গেল পরিচালক কালিদাসের মাথার সব চুল ঝরে গেছে।

'হাফ টিকিট' ছবিরই শুটিং চলছিল কিশোরকুমারের বাড়ির সামনে। শুটিং চলল মাঝরাত অবধি। অনিল গাঙ্গুলি তখন কালিদাসের সহকারি। শুটিং শেষ হয়ে যাবার পর দেখা গেল ছবির প্রযোজক ইউনিটের লোকজনদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেননি। কিশোরকুমার সব শুনে খুব মিষ্টি করে অনিলকে বলেন, 'তোমরা আমার বাড়িতেই অবশ্য থেকে যেতে পারতে...' বলতে বলতে আবার এই কথাও বলেন, 'যদিও তোমরা আমার বাড়ি থাকার কথা বললে আমি বিন্দুমাত্র খুশি হব না, রাজিও হব না।' তারপর অনিল দেখেন ওই চৌহদ্দিতে কিশোরকুমার নেই। টুক করে নিজের বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। শেষে বাড়ির ভিতর থেকে কিশোরকণ্ঠ ভেসে এল : গুড নাইট।

হোপ-৮৬-তে বিনা পারিশ্রমিকে গাইবার জন্য যখন ইন্ডাস্ট্রিওয়ালারা কিশোরকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তখন তাঁর প্রথম কথাই ছিল, 'কেন বিনে পয়সায় গাইব। এই ইন্ডাস্ট্রি কি আমাকে আমার দুঃখের দিনে দেখেছে? আমি যখন ট্রেনে করে একটা সুযোগের আশায় মালাদ-এ যেতাম রোজ তখন একদিন ট্যাক্সিতে চাপবার শখ হয়েছিল আমার। দাদার নাম-ডাক কম ছিল না সেসময়। বড় স্টার ছিলেন। তাঁর কাছে ট্যাক্সি ভাড়া চাইতে তিনি কী বলেছিলেন জানেন, 'ফুটানি করলে জীবনে বড় হওয়া যায় না। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে গেলে হার্ড লেবার দিতে হয়।' আমি হার্ড লেবার দিয়েছি। আপনারা কী করেছেন আমার জন্য?

একবার এক বন্ধুকে কিশোরকুমার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি সেন্ট ব্যবহার কর হে?' বন্ধুটি তখন গর্ব করে একটা দামি সেন্টের নাম করেন। সেন্টটা কোন্ দেশ থেকে তাও বলে দেন। পারলে তিনি সেন্টের জন্মবৃত্তান্ত বলে দেন। কিশোর হঠাৎ তাঁকে থামিয়ে বলেন, 'আমি তোমার চেয়ে দামি সেন্ট ব্যবহার করি।' বন্ধুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন, 'কী সেন্ট?' কিশোর মুচকি মুচকি হাসেন। বন্ধুটির কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। কিশোর তারপর ঘরের ভিতর গিয়ে এক'শ টাকার একটা নোটের বান্ডিল নিয়ে আসেন। বন্ধুটির হাতে দিয়ে বলেন, 'গন্ধটা কি রকম, দারুন না। এর চেয়ে ভাল ফ্লেভার কোনও দামি সেন্টের আছে নাকি?'

বি আর চোপরার খুব ইচ্ছে ছিল অভিনেতা কিশোরকুমারকে নিয়ে কাজ করার। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করার পর বি আর তাঁকে রাজিও করিয়েছিলেন। 'পতী পত্নী অউর ওহ'-তে সঞ্জীবকুমার যে রোলটা করেছিলেন সেই রোলটায় কাজ করার কথা ছিল কিশোরকুমারের। চুক্তিপত্রে সই করার আগে একটা শর্ত দিয়েছিলেন কিশোর। 'বি আর চোপরাকে পাকা কথা বলতে হবে আমার বাড়িতে এসে ড্রইংরুমে সবচাইতে উঁচু টেবিলটির ওপর দাঁড়িয়ে।' এই শর্ত মেনে নিলে দীর্ঘকায় বি আর-এর মাথা ঠেকে যেত ঘরের সিলিং-এ। এবং এমন শর্ত কোনও সুস্থ মানুষ মেনে নিতে পারেন? তাই শেষপর্যন্ত চোপরা'র ইচ্ছা'পূরণ হল না।

কেউ কেউ বলেন কিশোরকুমারের শেষ ইচ্ছে ছিল মঞ্চে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান গাওয়ার। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে নাকি এক ফাংশান-পার্টি গিয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি বলেছিলেন, 'আমি গাইতে পারি। কিন্তু দাঁড়িয়ে বা বসে গান গাইব না। শুয়ে শুয়ে গান গাইব আমি। বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আমি যে কোনও মুহূর্তেই তো মরে যেতে পারি। বিছানা ছাড়া মৃত্যু ভাবা যায়!'

বিষ্যুদবারের বারবেলা মানতেন কিশোরকুমার। বারবেলায় তিনি কখনও গান রেকর্ড করার জন্য যেতেন না। শুভ-অশুভ খুবই মানতেন। অনিল গাঙ্গুলির 'কোরা কাগজ' ছবির প্রথম গান রেকর্ডিং। রেকর্ড করা হবে ছবির টাইটেল সং। 'মেরা জীবন কোরা কাগজ, কোরা হি রহ গয়া'...। গানের কথা শুনে কিশোরকুমার আপত্তি জানালেন, বললেন, 'এরকম একটা নেগেটিভ অ্যাপ্রোচের কথা দিয়ে একটা নতুন ছবির গান রেকর্ড করা ঠিক হবে না। আমি বরং একটা লাইন বদলে দিয়ে শুরু করছি। পরে সেটা বাদ দিয়ে দেবেন।' কিশোরকুমার গানটি ধরলেন এইভাবে : সুখ কা সাগর বন গয়া...মেরা জীবন কোরা কাগজ...।

সিনেমায় একটি ছবিতে কিশোরকুমারের লিপে-এ গান গেয়েছিলেন মহম্মদ রফি। ছবিটি হল 'শরারত', পরিচালনা করেছিলেন এইচ এস রাওয়েল। ছবিতে দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করেছেন কিশোরকুমার। এইচ-এস পুত্র রাহুল রাওয়েল জানালেন, 'আমি তখন খুব ছোট। কিশোরকুমারকে সেটে দেখেছিলাম। শুটিং যখন করতেন তখন বাবা খুব গম্ভীর হয়ে থাকতেন, যাতে কিশোরকুমার কোন ঝামেলা না পাকাতে পারেন। একদিন শট রেডি। কিশোরকে পাওয়া যাচ্ছে না। শুটিং সেদিন বন্ধ হয়ে যায় আরকি। এমন সময় তিনি এসে হাজির। এসে বাবাকে বললেন—একটু শরারতি (শরারত মানে দুষ্টুমি) করছিলাম। ছবির নামই যখন 'শরারত' তখন আমাকে বকাবকি করবেন না কিন্তু।'

স্মৃতিধরও ছিলেন কিশোরকুমার। পুরোনো কথা তিনি কিছুই ভুলতেন না। 'লভ স্টোরি'-র টাইটেল সং গাওয়ার কথা ছিল কিশোরের রাহুল দেববর্মনের সুরে। ছবির প্রযোজক ছিলেন রাজেন্দ্রকুমার। নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময় গান রেকর্ড করতে এলেন না কিশোরকুমার। ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করার পর রাজেন্দ্র-রাহুল ছুটলেন তাঁর বাড়িতে। গিয়ে জানতে পারলেন, 'কিশোরকুমার ঘুমোচ্ছেন।' দুজনেই অবাক। জিজ্ঞেস করলেন দরোয়ানকে 'কখন ঘুম থেকে উঠবেন বাবু?' দরোয়ান জানাল, 'খুব শিগগিরই নয়। বাবু ঘুমোতে যাবার আগে বলে গেছেন তিনি একটানা তিনদিন ঘুমোবেন। কেউ যেন তাঁকে না জাগায়।' পরে রাহুলকে কিশোর বললেন, 'হুঁ হুঁ কেমন জব্দ। আমি কি ভুলে গেছি সেদিনের কথা। রাজেন্দ্রকুমার একটা গান আমাকে দিয়ে গাইয়ে পরে রফি সাহেবকে দিয়ে ডাব করিয়েছিলেন। আমি কি ভুলে গেছি। কেন গাইব? গাইব না, গাইছি না।' কিশোর সত্যি সত্যি 'লভ স্টোরি'র ছবির গান গাইতে যান নি।

সংকলক : জ্যোতি, স্বপনকুমার ঘোষ, বিপ্রদাস